بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ই এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ অর্থাৎ, নিশ্চয় মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে।

এই আয়াতগুলোর প্রথমটিতে আল্লাহ্ তা'লা **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** বলে মু'মিনদের সফলতার সুনিশ্চিত শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু কোন্ মু'মিনদের তা দেয়া হয়েছে? এর বিভিন্ন শর্ত পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, এ সকল শর্ত সাপেক্ষে জীবন যাপনকারী মু'মিনরাই সফলকাম হবে। আর এসব শর্ত বা সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য যেগুলোতে এক মু'মিনের গুণান্বিত হওয়া উচিত এসবের প্রথমটি হলো, **فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ**। তারা নিজেদের নামাযে 'খশূ' অবলম্বন করে। 'খাশে' শব্দের সাধারণ অর্থ করা হয়, নামাযে অশ্রু বিসর্জনকারী বা অশ্রুপাতকারী। কিন্তু এর আরো অনেক অর্থ রয়েছে। আর যতক্ষণ সকল অর্থে মু'মিন না হবে ততক্ষণ একজন মু'মিন তার প্রকৃত মানে পৌঁছতে পারে না। অভিধান অনুসারে 'খাশে' শব্দের অর্থ হলো, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা, নিজেকে অনেক নীচে নামানো, নিজ রিপু বা প্রবৃত্তিকে দমন করা, বিনয়ভাব অবলম্বন করা, নিজেকে তুচ্ছ মনে করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, কণ্ঠস্বর হালকা বা নিচু রাখা।

অতএব লক্ষ্য করুন, এই একটি মাত্র শব্দের মাধ্যমে একজন প্রকৃত মু'মিনের নামায এবং ইবাদতের কত ব্যাপক এবং বিস্তৃত চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইবাদতের এই মার্গে উপনীত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সামনে সেজদাবনত হবে, নিজ বিনয়কে পরম মার্গে পৌঁছাবে, নিজ প্রবৃত্তি বা রিপুকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পিষ্টকারী হবে আর অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো অবলম্বন বা ধারণের চেষ্টা করবে তাহলে যেখানে সে খোদার নৈকট্য অর্জনকারী হবে সেখানে সে এদিকেও দৃষ্টি রাখবে, খোদার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি খোদার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকারও আমাকে দিতে হবে। আর তখন এসব নামায তার জাগতিক বিষয়াদিরও সমাধান করবে। আর তখন সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি, **"বদতর বানো হার এক সে আপনে খেয়াল মে, শায়েদ কেহ্ ইসসে দাখেল হো দারুল ওসাল মে"** অর্থাৎ,**"নিজেকে সবার চেয়ে তুচ্ছ মনে কর, হয়তো এভাবে খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি হবে"** এই পঙতির মূর্ত প্রতীক হওয়ার চেষ্টা করবে আর এই প্রচেষ্টায় নিজের অহমিকা

এবং রিপুর স্থূলতার থাবা থেকে মুক্তির চেষ্টার মাধ্যমে নিজের জাগতিক বিষয়াদিও সুশৃঙ্খল করবে বা করার চেষ্টা করবে। নিজের দৃষ্টিকে লজ্জাবোধের কারণে অবনত রাখার প্রচেষ্টায় শুধু নামাযেই নয় বরং দৈনন্দিন কাজকর্মেও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে অগণিত সামাজিক ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে বা বাঁচার চেষ্টা করবে। নিজের আওয়াজকে যে নিচু রাখে, সে যেখানে ইবাদত এর দিক থেকে এর প্রকৃত মর্ম বুঝবে সেখানে নিজের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রেও হৈচৈ এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিরাপদ থাকবে বা থাকার চেষ্টা করবে। কাজেই দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এমন অনেক অসঙ্গত কাজ বা পাপ কর্মকে এক মু'মিন নিজের নামায এবং ইবাদতের কল্যাণে নিশ্চিহ্ন করে বা দূর করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, যারা নিজেদের জীবনে এমন নামায এবং এমন পরিবর্তন আনয়ন করে তারা সাফল্য লাভ করে। أَفْلَحَ শব্দের একটা অনুবাদ করা হয়েছে, 'সফলকাম হয়েছে' যেভাবে আমি আয়াতের অনুবাদে বলেছিলাম। কিন্তু এই সাফল্যের ব্যাপকতা অনেক বিস্তৃত। কীভাবে সেই সাফল্য অর্জন করেছে? অভিধানে এর অর্থ হলো, সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হওয়া, স্বাচ্ছন্দ লাভ হওয়া, সৌভাগ্য লাভ হওয়া, বাসনা পূর্ণ হওয়া, নিরাপত্তা লাভ, কল্যাণ এবং আনন্দ স্থায়ী হওয়া, জীবনের বিভিন্ন নিয়ামত লাভ করা।

অতএব খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে যারা সৎকর্ম করে বা পুণ্যকর্ম করে তারা যে কতভাবে লাভবান হয় বা আল্লাহ্ তা'লা যে কতভাবে তাদের ওপর কৃপাবারি বর্ষণ করেন তা মানবীয় ধ্যান-ধারণা এবং কল্পনার ঊর্ধ্বে। আর এসব কল্যাণ অর্জন এবং কৃপাভাজন হওয়ার জন্য একজন মু'মিনের সর্বপ্রথম আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন তাহলো, নামাযে বিনয়াভাব প্রদর্শন। এসব বিষয় অর্জনের শর্ত হলো, ইবাদত করা। বিনয় বা নম্রতা অনেক সময় কতক দুনিয়াদার মানুষও প্রকাশ করে বরং যদি কেবল কাকুতি-মিনতিরই প্রশ্ন হয় তাহলে অনেক দুনিয়াদার মানুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে এমন কাকুতি-মিনতি করে যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। তারা এটি এমন ক্ষেত্রে করে যেখানে তাদের জাগতিক স্বার্থের হানি হয়। তারা চরম হীনতা বরণেও দ্বিধা করে না বা অনেকে সাময়িক আবেগও প্রকাশ করে থাকে। অনেকের অবস্থা দেখে কারো মনে দয়াও হয় এবং অত্যন্ত বেদনাবিধুর পরিস্থিতি দেখে তারা গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। কিন্তু এসবকিছু হয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়ে থাকে বা লোক দেখানো মনোবৃত্তির কারণে হয়ে থাকে বা সাময়িক আবেগের বশবর্তী হয়ে তা হয়ে থাকে। এসব কিছু খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তি এসব বাহ্যিকতা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। জগত পুজারীদের আবেগ তাড়িত অবস্থা সম্পর্কে বা বাহ্যিক ও সাময়িক ক্রন্দন ও আহাজারি কারীদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,

"এমন অনেক ফকির আমি স্বচক্ষে দেখেছি, একইভাবে এমন আরো কিছু লোক দেখা গেছে, কোন বেদনাতুর পঙতি পাঠে বা কোন যন্ত্রণাক্লিষ্ট দৃশ্য দেখে বা বেদনাবিধুর কাহিনী শুনে

এত দ্রুত তাদের অশ্রুপাত ঘটে বা অশ্রুঝরা আরম্ভ হয় যেমন কিছু মেঘখন্ড থেকে এত দ্রুত এবং এমন বড় বড় ফোটা বর্ষিত হয় যে, রাতে যারা বাইরে ঘুমায় তাদের শুকনো বিছানা ভেতরে নিয়ে যাবার সুযোগটুকু পর্যন্ত দেয় না। (অর্থাৎ যেভাবে হঠাৎ করে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া আরম্ভ হয় ঠিক সেভাবে হঠাৎ করে তাদের চোখের জল ঝরা আরম্ভ হয়ে যায়। এরপর তিনি (আ.) বলেন), কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, এমন মানুষদের অধিকাংশকে আমি ঘৃণ্য প্রতারক এবং দুনিয়ার কীটদের চেয়েও জঘন্য পেয়েছি। আর অনেককে এমন নোংরা প্রকৃতির এবং অসৎ আর সকল অর্থে পাপাচারী ও দূরাচারী পেয়েছি যে, তাদের ক্রন্দন-হাহুতাশ এবং আকুতি-মিনতির অভ্যাস দেখে কোন বৈঠকে এমন বিগলিত ভাব এবং অন্তর্দাহ প্রকাশ করার প্রতি আমার ঘৃণা হয়।"

অতএব এমন মানুষও রয়েছে, যাদের কিছু দৃশ্য দেখে চোখের পানি ঝরতে আর সময় লাগে না কিন্তু এটি একটি সাময়িক আবেগ মাত্র। নিজের স্বার্থের প্রশ্ন আসলে সেই ব্যক্তির মাঝে তখন আর এমন আবেগ দেখা যায় না। কিন্তু স্বার্থ না থাকলে এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু যদি স্বার্থের প্রশ্ন আসে তাহলে সে যুলুম বা অত্যাচারও করে। তখন দয়ামায়ার কোন প্রশ্নই উঠে না, তখন আর সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় না। বা কতেক এমন পাপও হয়ে থাকে যা খোদার কাছে অপছন্দনীয় বা নামায ও ইবাদত তাদের লোক দেখানো বা মানুষকে শোনানোর জন্যই হয়ে থাকে।

অতএব পরিস্থিতি যদি এমনই হয় তাহলে এমন মানুষ কীভাবে قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-এর গণ্ডিভুক্ত হতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একজন বুযূর্গ বা পুণ্যবান ব্যক্তির ঘটনা শোনাতেন। তিনি মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য বেশ কয়েক বছর যাবৎ রীতিমত মসজিদে নামায পড়েন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার কোন অতীত পুণ্যের কারণে মানুষের হৃদয়ে তার সম্বন্ধে এমন এক ধারণার সঞ্চার করেন যে কারণে সবাই তাকে মুনাফিক বলত। তার বাসনা ছিল মানুষের প্রশংসা কুড়ানো কিন্তু মানুষ তাকে মুনাফিক বলতো। অবশেষে একদিন সেই বুযূর্গ ভাবলেন, জীবনের এতটা অংশ নষ্ট হয়ে গেল অথচ কেউ কখনও আমাকে পুণ্যবান বলেনি। যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে ইবাদত করতাম তাহলে নিদেনপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন। এই ধারণা তার হৃদয়ে এত গভীরভাবে জাগ্রত হয় যে, তিনি তখনই জঙ্গলে চলে যান। কাঁদেন ও দোয়া করেন এবং তওবা করেন আর অঙ্গীকার করেন, হে আমার আল্লাহ্! এখন আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করব। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে এই ধারণা সঞ্চার করেন, এই ব্যক্তি আসলে অনেক বড় পুণ্যবান কিন্তু জানিনা কেন যেন মানুষ তার দুর্নাম রটিয়ে রেখেছে। তখন বালক-বৃদ্ধ সবাই তার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন,

হে আল্লাহ্! তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি কেবল একদিন নামায পড়েছি যার ফলাফল এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করা আরম্ভ করেছে।

দেখুন! চেতনাবোধ জাগ্রত হতেই যখন তিনি খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদত করেন তখন আল্লাহ্ তা'লাও সন্তুষ্ট হন কেননা, সেই ইবাদত বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌র জন্যই করা হচ্ছিল। আর এই পর্যায়ে কোন বাসনা না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাকে সেই নামেই ডাকতে আরম্ভ করে যা শোনার বাসনা তার পূর্বে ছিল অথচ 'মানুষ আমার প্রশংসা করবে বা আমাকে পুণ্যবান জ্ঞান করবে'—এমন কোন বাসনা এ পর্যায়ে তার ছিল না। পূর্বে আকাঙ্খা ছিল কিন্তু বাসনা থাকা সত্ত্বেও সফল হননি। আর এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয়তঃ এটি থেকে এ কথাও বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লা কতক অতীত পুণ্যকে মূল্যায়ন করে কারো সংশোধনের বিধান এবং ব্যবস্থা করে থাকেন। এখানে যা বলা হয়েছে, অতীতের কোন পুণ্য খোদা তা'লা পছন্দ করেছেন এর অর্থ হলো, সেই সৎকর্মের কারণে বা সেই পুণ্যের কারণে মানুষের কথা শোনার পর তার মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। পূর্বে মানুষের তাকে মুনাফিক বলে সম্বোধন করাই তার সংশোধনের কারণ হয়েছে। আর এটি এমনিতেই হয়ে যায় নি বরং আমি যেমনটি বলেছি, খোদা তা'লা তার কোন অতীত পুণ্যকর্ম পছন্দ করেছেন যে কারণে খোদা তা'লা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যারফলে তার ইবাদত খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু নিজেই তার সংশোধন করতে চাচ্ছিলেন তাই মানুষের বলার পর তার মাঝে চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। আর দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে, এই ব্যক্তি মুনাফিক। আল্লাহ্ তা'লা চাইতেন না যে, মানুষ তার প্রশংসা করুক আর এই কারণে অন্যায়ভাবে তার মাঝে আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি হবে এবং সে অধিক পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। তার কোন অতীত পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তার সংশোধন চাচ্ছিলেন তাই তিনি তার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন আর তিনি সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। অতএব অতীতে কৃত কোন পুণ্য পরে কোন পাপ হয়ে গেলেও তা মানুষকে অশুভ পরিণামের হাত থেকে রক্ষা করে আর মানুষ সফল লোকদের মাঝে গণ্য হতে পারে। আর এটি খোদা তা'লার রহমানীয়্যতের কল্যাণে হয়। আল্লাহ্ তা'লা যদি কারো সংশোধন চান তাহলে এভাবেও করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এখানে নিশ্চিত সাফল্যের নিশ্চয়তা শুধু সেসব মু'মিনকে দিয়েছেন যারা তাঁর রহীমিয়্যত থেকে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করে এবং যার প্রথম শর্ত হলো, নামায এবং ইবাদতে খশূ অর্থাৎ বিনয় ভাবাপন্ন হওয়া অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ইবাদত করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে মু'মিনের এই অবস্থাকে মানব জন্মের বিভিন্ন অবস্থার সাথে তুলনার নিরিখে যা বর্ণনা করেছেন তার কেবল প্রথম অংশ অর্থাৎ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি; যা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, কোন নেকী বা পুণ্য ততক্ষণ পর্যন্ত নেকী বা পুণ্য গণ্য হয় না বা কোন ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ীরূপে ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের সাথে মানুষ সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা না করে বা সেটি অর্জনের চেষ্টা না করে। আর নিজের ইবাদতকে এর বেশি কিছু মনে করা উচিত নয় যে, এটি খোদার কৃপায় খোদার সাথে চিমটে থাকার বা সম্পৃক্ত থাকার একটি মাধ্যম মাত্র। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"মু'মিনের আধ্যাত্মিক যাত্রার প্রথম সোপান হলো সেই বিনয়, সেই কাকুতি-মিনতি এবং সেই কাতরচিত্ততা যা নামায এবং খোদা তা'লার স্মরণে এক মু'মিনের লাভ হয় অর্থাৎ হৃদয় বিগলিত হওয়া, বিনয়, খোদার সাথে বিনম্র বাক্যালাপ, আত্মার বিনীত ক্রন্দন, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা আর এক ধরনের ভালবাসার উত্তাপ নিজের মাঝে সৃষ্টি করা। আর এক ভীতিকর অবস্থা নিজের ওপর আনয়ন করে আল্লাহ্ তা'লার সামনে নিজের হৃদয় বা আত্মাকে সমর্পিত করা যেভাবে উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ অর্থাৎ সেসব মু'মিন সাফল্য লাভ করেছে যারা নিজেদের নামাযে এবং খোদার সকল প্রকার স্মরণে অর্থাৎ সকল প্রকার যিক্‌রে ইলাহীতে (অর্থাৎ শুধু নামাযই নয় বরং খোদার সকল প্রকার স্মরণ বা যিক্‌রে ইলাহীতে) বিনয়াবনত ও আকুতি-মিনতি অবলম্বন করে থাকে। আর বিগলিত চিত্ত, অন্তর্জ্বালা, ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা এবং আন্তরিক উচ্ছাস ও স্বদিচ্ছার সাথে নিজ প্রভুর স্মরণে রত বা ব্যাপৃত থাকে।"

অতএব যে নামাযে কাঁদে এবং বিনয়ের সাথে নামায পড়ে খোদার অন্যান্য যিকির বা স্মরণেও নিজের ওপর একই অবস্থা বিরাজমান রাখে। যার ব্যাখ্যা 'খশূ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্বেই আমি বলেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদার সকল প্রকার স্মরণ বা যিকরে ইলাহী করতে গিয়ে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। অর্থাৎ চলাফেরার সময়ও যখন মানুষ যিকরে ইলাহী করে বা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তখনও তাদের ওপর নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মনমানসিকতা বিরাজমান থাকে। আর খোদা তা'লা যদি হৃদয়পটে থাকেন তাহলে তার প্রতিটি কর্ম তা দৈনন্দিন লেনদেনেই হোক না কেনো খোদাকে সামনে রেখে তাঁর আদেশ-নিষেধ স্মরণ করিয়ে বিনয়ভাব ও সচেতনতা তার হৃদয়ে সৃষ্টি করে।"

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "যারা কুরআন সম্পর্কে ভাবে এবং প্রণিধান করে তাদের স্মরণ রাখা উচিত, নামাযে কাকুতি-মিনতি বা বিনয় অবলম্বন আধ্যাত্মিক সত্তার জন্য একটি শুক্রাণু বিন্দু স্বরূপ। আর শুক্রাণুর মতই আধ্যাত্মিকভাবে এক পূর্ণ মানবের সকল শক্তি-বৃত্তি, বৈশিষ্টাবলী এবং গঠন-গড়ন এতে সুপ্ত থাকে।"

এখানে আমি যেমনটি বলেছিলাম, মানব জন্মের বিভিন্ন স্তরের সাথে তুলনা করেছেন এখানে সেই উপমাই বর্ণিত হচ্ছে। যেভাবে শুক্রবিন্দু মাতৃগর্ভে গিয়ে একটি শিশুর রূপ নিয়ে

পৃথিবীতে আসে আর এক পূর্ণ-সুঠাম মানব, পূর্ণ গুণাবলীর আধার হয়ে যায়; একইভাবে বিনয় এবং কাকুতি-মিনতি আধ্যাত্মিক সোপান অতিক্রম করিয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে মানুষকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে।

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন, "যেভাবে শুক্রবিন্দু ততক্ষণ পর্যন্ত হুমকির মুখে থাকে যতক্ষণ মাতৃ জরায়ুর সাথে সেটি সম্পৃক্ত-সংশ্লিষ্ট না হয়।" অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে যতক্ষণ মাতৃগর্ভে চলে না যায় যেখানে প্রকৃতির নিয়মের অধীনে এর বৃদ্ধি ও উন্নতি অবধারিত থাকে। তিনি (আ.) বলেন, "একইভাবে আধ্যাত্মিক সত্তার এই প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ 'খশূ' বা বিনয় ও কাকুতি-মিনতির অবস্থাও ততক্ষণ আশংকামুক্ত নয় যতক্ষণ রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত না হয়। স্মরণ থাকা উচিত, যতদিন ঐশী কল্যাণরাজি কোন কর্ম ছাড়া লাভ হয় তা রহমানীয়্যত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণেই হয়ে থাকে। যেভাবে আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদী যা কিছু আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন বা স্বয়ং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এই সবকিছুই রহমানীয়্যতের কল্যাণধারা থেকে উৎসারিত। কিন্তু যখন কোন কল্যাণের প্রস্রবণ ধারা কোন কর্ম, ইবাদত, সংগ্রাম এবং চেষ্টার ফলশ্রুতিতে লাভ হয় তখন সেটি রহীমিয়্যতেরই ফসল আখ্যায়িত হয়।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "এটিই আদম সন্তান বা মানবজাতীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার চলমান রীতি। অতএব যখন মানুষ নামায এবং খোদার স্মরণে বিনয়ের সঙ্গে আকুতি-মিনতি করে তখন সে রহীমিয়্যতের কল্যাণ ধারা লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। কাজেই শুক্রবিন্দু এবং আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম সোপান অর্থাৎ 'খশূ'— এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, শুক্রবিন্দু মাতৃ-জঠরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনের মুখাপেক্ষী আর অপরটি রহীম খোদার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মুখাপেক্ষী থাকে। আর যেভাবে শুক্রবিন্দুর মাতৃগর্ভের সাথে সম্পৃক্ত-সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্বেই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় একইভাবে আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম স্তর অর্থাৎ 'খশূ'ও রহীমের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতএব যেসব ইবাদত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে সেগুলো রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, অনেকেই প্রাথমিক অবস্থায় নিজেদের নামাযে কাঁদে, খোদার জন্য ভালবাসায় আত্মবিস্মৃত হয়, নারাহ্ উত্তোলন করে আর খোদার ভালবাসায় বিভিন্ন প্রকার উম্মাদনা প্রকাশ করে আর বিভিন্ন প্রকার প্রেমিক সূলভ আচরণ প্রকাশ করে; কিন্তু সেই কৃপার আধার সত্তা যার নাম রহীম তাঁর সাথে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এসব কিছু করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি রহীম তাঁর সাথে সেই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না যা হওয়া উচিত আর না তাঁর বিশেষ বিকাশের আকর্ষণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই তাদের সে সকল বিগলিত ক্রন্দন এবং সেই কাকুতি-মিনতি ভিত্তিহীন হয়ে থাকে আর প্রায় সময় তারা স্খলিত হয় এমনকি পূর্বের চেয়েও শোচনীয় অবস্থায় গিয়ে তারা উপনীত হয়। যেমন দেখুন! নবীদের হাতে বয়আতের পর মুরতাদ হয় এমনও অনেক মানুষ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও কেউ কেউ এমন ছিল যেমন ডাক্তার আব্দুল

হাকীমেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও, পুণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও স্খলিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে বেদ্বীন বা ধর্মহীন হয়ে গেছে।

তিনি (আ.) বলেন, অতএব এটি এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য, যেভাবে একটি শুক্রাণু দৈহিক সত্তার প্রথম সোপান বা প্রথম স্তর হয়ে থাকে আর যতদিন মাতৃ-জঠরের আকর্ষণ তার সাহায্যে না আসবে সেটি কিছুই নয় অনুরূপভাবে 'খশূ' বা বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতি করা এটিও আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম সোপান আর যতদিন রহীম খোদার বিশেষ আকর্ষণ তার সাহায্যে না আসবে তার সেই অবস্থা কিছুই নয়। খোদার সাহায্য যদি থাকে, রহীম খোদার সাথে যদি সম্পর্ক স্থাপিত হয় কেবল তবেই তার কাকুতি-মিনতি কাজে আসবে নতুবা কেবল বাহ্যিকভাবে অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া তা আর কিছুই নয়। অনেকে বলে, আমরা অনেক কেঁদেছি, অনেক আহাজারি করেছি, দোয়া গৃহীত হয় না। তাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, অন্যসব শর্ত পূরণ হচ্ছে কিনা। তিনি (আ.) বলেন, এ কারণেই সহস্র সহস্র এমন মানুষ দেখবে যারা জীবনের কোন অংশে যিক্‌রে এলাহী এবং নামাযে 'খশূ'র অবস্থাকে উপভোগ করতো, অভিভূত হতো এবং অশ্রু বিসর্জন দিতো কিন্তু এরপর তারা এমন অভিশাপের শিকার হয়, পুরোপুরি রিপুর তাড়নার শিকার হয় আর এ দুনিয়া এবং জাগতিক কামনা-বাসনার আকর্ষণে সেসব অবস্থা হারিয়ে বসে। এটি বড় ভয়াবহ একটি স্তর বা পর্যায় যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই 'খশূ' এবং বিনয়াবনত অবস্থা রহীমিয়্যতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। আর রহীমিয়্যতের আকর্ষণ তার ওপর প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই সেই অবস্থা উবে যায় এবং লোপ পায়। তাই কেউ দাবীর সাথে বলতে পারবে না যে, তার সব ইবাদত 'খশূ' বা বিনয় ও কাকুতি-মিনতির পরম মার্গে পৌঁছে গেছে। 'খশূ' শব্দ যেমনটি পূর্বেই আমি ব্যাখ্যা করেছি, সেই সকল অনুষঙ্গ বা খুঁটিনাটির সমন্বয়ের নাম যা এর অর্থ করতে গিয়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি। এসব অনুষঙ্গ বা খুঁটিনাটি যদি পুরোপুরি বিনয়ের সাথে ও কাকুতি-মিনতির সাথে পালিত হয় তাহলে খোদার রহীমিয়্যত তাকে ফলপ্রদ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এ অনুসারে মানুষ জানে না যে, রহীম খোদার রহীমিয়্যত কখন তা গ্রহণ করে ফল বহন করবে। তাই নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। যেভাবে বাহ্যিকভাবে বা দৈহিকভাবে বুঝা যায় না যে, কখন ফার্টিলাইজেশান হবে বা নিষিক্ত হবে আর কখন ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করবে।

যেভাবে অনেক সময় মাতৃগর্ভে গিয়েও শুক্রাণুতে কিছু ত্রুটি দেখা দেয় অনুরূপভাবে হুযূর বলেন, এটি আমার ব্যাখ্যা, যেভাবে মাতৃগর্ভে গিয়েও শুক্রাণুতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয় অনুরূপভাবে অনেক সময় মানুষের একবারের বিনয় বা কাকুতি-মিনতি ফলবাহী হলেও অনেক সময় খান্নাস এতে নাক গলায় বা হস্তক্ষেপ করে। অহমিকা হৃদয়ে দানা বাঁধে। যেভাবে নবীদের গ্রহণ করার পর যারা তাঁদের পরিত্যাগ করে তাদের অবস্থা হয়ে থাকে। এটি আসলে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা যা তাদের সেই পুণ্য হতে বিচ্যুত করে। আল্লাহ্‌র সাথে ততক্ষণ তাদের সম্পর্ক থাকে

যতক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষের সাথে সুসম্পর্ক থাকে। আর যেখানেই সে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে সেখানেই সে অন্ধকার এবং ভ্রষ্টতার গহ্বরে বা কূপে নিপতিত হয়। তাই সবসময় খোদাভীতি সামনে থাকা চাই। তাঁর রহীমিয়্যতে ধন্য হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। তাঁর কৃপাবারি বা ফযল চাইতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। নিজের তুচ্ছ প্রচেষ্টা বা দু'একটি দোয়া গৃহীত হলে বা কয়েকটি সত্য স্বপ্ন দেখে অহংকারী হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা কোথাও এটি বলেন নি, তোমাদের দু'একটি দোয়া গৃহীত হওয়া বা কয়েকটি সত্য স্বপ্ন দেখা তোমাদের সাফল্যমণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবে। খোদার নৈকট্য যারা লাভ করে এবং যারা সাফল্যমণ্ডিত বা সফলকাম তারা বিনয়ের পরম মার্গে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও, বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা সত্ত্বেও, খোদার পথে আর্থিক কুরবানী করেও, নিজেদের সম্মান-সম্ভ্রমের ও লজ্জাস্থানের হিফাযত সত্ত্বেও, নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করা সত্ত্বেও, যথাযথ ইবাদত করা সত্ত্বেও, যথাযথভাবে নামায পড়া সত্ত্বেও আর নামাযের হিফাযত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেও তারা অবশেষে এ কথাই বলে, হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে তোমার কৃপার চাদরে আবৃত কর কেননা এছাড়া আমরা মূল্যহীন। তাই খোদার ফযল এবং কৃপাই মানুষের অব্যাহত চেষ্টাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে থাকে যা সে তাঁর রহীমিয়্যতকে আকর্ষণের জন্য করে থাকে। অর্থাৎ রহীমিয়্যতকে আকর্ষণের সেই চেষ্টা যদি অব্যাহত থাকে তবেই খোদার কৃপা লাভ হয় আর এর ফলেই মানুষ কৃপায় ধন্য হয়। আর এই ফযল এবং কৃপার ফলশ্রুতিতেই মানুষ গৃহীত হয় এবং তার পরিণাম শুভ হয়। তাই এই গূঢ় কথাকে এক সত্যিকার মু'মিনের সর্বদা সামনে রাখা উচিত, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যারা এসব কাজ করে এমন মু'মিনরা সাফল্য লাভ করেছে কিন্তু সেই সাফল্যকে জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য করে নেওয়ার জন্য সকল উন্নতি এবং সকল ফযল ও কৃপা যা খোদার পক্ষ থেকে লাভ হয় একে নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল বা ফসল মনে করবে না বরং প্রত্যেক উন্নতির সোপান অতিক্রম করার পর এটিই বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি কিছুই করিনি। যদি এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তাহলে উন্নতি অব্যাহত থাকবে অন্যথায় সেই শুক্রবিন্দুর মত যা মাতৃগর্ভে গিয়ে সঠিকভাবে লালিত-পালিত হয় না আর কয়েক সপ্তাহ পরেই নষ্ট হয়ে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় অনুরূপভাবে আমাদের কর্ম বা আমলও খোদার কৃপাকে সাময়িকভাবে আকর্ষণ করার পর কোন অপকর্মের কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর হয়ে যায়।

অতএব যেমনটি আমি বলেছি, আমাদের নিজেদের পরিণামের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন খোদার ফযল এবং কৃপায় তাঁর রহীমিয়্যতকে আকর্ষণের মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি কর্মের ফলে সেই শিশুর জন্ম হয় যে সকল অর্থে নিখুঁত হবে। আমরা যেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হই যাদের ইবাদতে উন্নতির পাশাপাশি বিনয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বিনয় ও নম্রতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহানবী (সা.) যার ইবাদতের সৌন্দর্য্য এবং ইবাদতে কাকুতি-মিনতির কথা আমরা ধারণাই করতে পারি না; যদি তিনি বলেন, আমিও জান্নাতে গেলে খোদার

ফযল ও কৃপাগুণেই যাব তাহলে প্রশ্ন হলো, অন্য কোন ব্যক্তির নিছক কর্ম তাকে কীভাবে জান্নাতে নিতে পারে বা আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন আর পৃথিবীর সংশোধনের দায়িত্ব তাঁরই ছিল, এজন্যই তিনি এসেছেন আর কারো কর্ম তাঁর নেক কর্মের সমান হতে পারে না; এসব বিষয় সত্ত্বেও তিনি নিজের বিনয় ও কাকুতি-মিনতিকে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন যে, নফল নামাযের সময় এই চেতনাই থাকতো না যে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে আমার পা ফুলে যাচ্ছে। অতএব খোদার কৃপাধন্য হওয়ার জন্য অবিরত ও অব্যাহত বিনয় ও নম্রতা এবং খোদাভীতি সবার সামনে রাখা উচিত। সকল প্রকৃত মু'মিনের জন্য এই জিনিসটি দেখা আবশ্যক, তার নামায শুরু করা এবং শেষ হওয়ার মাঝে যেন একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। নামায আরম্ভ করার পূর্বে তার ভেতর যদি কোন অহমিকা বা আমিত্বের কোন অংশ থেকেও থাকে তাহলে নামায শেষ করার সময় তার হৃদয় এসব বিষয় থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া উচিত। একইভাবে অন্যান্য ইবাদতও রয়েছে। সকল ইবাদতের সমাপ্তি, তার অহমিকার বা অহংকারের সমাপ্তি আর বিনয়ের শুরু হওয়া উচিত। নিজেদের দৈনন্দিন সম্পর্কের গন্ডিতে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হৃদয়ে যেন বিনয় বিরাজমান থাকে। অতএব ইবাদত যেন আমাদেরকে বিনয়াবনত হতে শিখায়, যেন খোদার রহীমিয়্যত সবসময় তাকে সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট ফলে সমৃদ্ধ করে বা ধন্য করে। প্রতিটি দিন যেন আমাদের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে খোদার সমধিক কৃপায় ধন্য করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবসময় ইস্তিগফার করার তৌফিক দিন। আমাদের প্রতিটি নেক বা পুণ্যকর্ম যদি খোদার দৃষ্টিতে পুণ্য হয়ে থাকে তাহলে তা যেন খোদার সন্তুষ্টির কারণ হয়। আমাদের সবাই যেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে সফল বা সাফল্যমন্ডিত।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।